ওঁ নমঃ শ্রী ভগবতে প্রণবায়

স্মরণিকা

সপ্তম নিখিল ভারত হিন্দু মিলন মন্দির সম্মেলন

৪ঠা, ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী, ২০১৯ ইং

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (কর্মকেন্দ্র)

শিলচর, আসাম

শবদেহের সমাহার — লাশঘর রূপ। চৈতন্যরূপী পরমাত্মার উপস্থিতিই সংসারের এক নাচঘরের রূপ দেয়, তাই তো আমরা মমতাময়ী চণ্ডিকামায়ের সাথে শিবাবাহিনী দেখতে পাই, শিবাবাহিনী মৃত ভক্ষনকরে এবং যে হৃদয়ে ঐ মাতৃমূর্ত্তি সামান্যতম কৃপাকটাক্ষ করে রাখেন তার চক্ষে জগৎ শুধু চৈতন্যের ক্রীড়াভূমিরূপে প্রতিভাত হয়। মাতৃমুখে 'একৈবাহং জগতেই দ্বিতীয়া কা মমাপরা' বাক্যটি দর্শণসাধ্য হয়ে উঠে।

সত্য-শুধুমাত্র সত্যই, ব্যঙ্গ বিদ্রপ বা বিপক্ষতার ধার ধারেনা। সবলপ্রাণে সত্য অন্বেষণই সত্যলাভের পথ, স্মারনাতীত অতীত কালথেকে বর্তমান - এই সনাতন ধর্ম উপেক্ষিত অবহেলিত কিন্তু একে সনাতনধর্ম শক্তিবিহীন হয় নাই, বিকৃত হয় নাই, এর মঙ্গলময় আশ্রয়ে এই ঘোর অন্ধকাররূপী বিষয় বিলাস ব্যভিচার মগ্ন মানবসমাজে কতিপয় মানুষ আজও আশীর্বাদ ধন্য, তৃপ্তজীবননিয়ে আদর্শরূপে আমাদের সন্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, আমাদের ও লক্ষ্য তৃপ্ত জীবলাভ, তাই সনাতনধর্মের আশ্রয় নিয়ে থাকা আজ প্রয়োজন, অন্তদৃষ্টি বিহীন হয়ে এই ধর্মকে আচার আচরণের আস্তরণে ব্যাখা করে ছোট দেখানোর চেষ্টা সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, ব্যাখা ব্যাখ্যাকারের অন্তরের বাঙ্ময় মূর্ত্তি। তাই মূলের ব্যাখায় বহুধা বিভক্তভাব দেখা যায়, তবে এই ধর্ম ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতার ধার ধারেনা বা গণতন্ত্রে বিজয়ী হওয়ার আশায় বহুমতপ্রাপ্তির চেষ্টায় বৃথা কালক্ষেপও করে না।

মানবাত্মার প্রতিনিধিরূপে বহু বিদ্যায় বিছান ভগবান শ্রীনারদ যখন সনকাদি চতুঃসনের দ্বারস্থ হয়ে সুখী হওয়ার উপদেশ চান তখন এই সনাতনধর্ম শ্রীনারদ ভগবানকে উপলক্ষ্য করে সনৎকুমার ঋষি মুখে উপদেশ দেন — "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।'বজ্রের শক্তি এই ঋষিবাক্যে আজ মানবাত্মা যখন বৈষয়িক জীবন-যাপনের তাড়নার ফলরূপে প্রাপ্তবিষভক্ষনের দ্বারা জর্জরিত, দিকে দিকে বিভিন্ন School of thought বিভিন্ন ভাবে মানসিক যৌগিক নব নব বিষয় নিয়ে মানবাত্মার শান্তি স্থাপনের উদ্যোগে রত তখনই প্রয়োজন হয়ে উঠে আধ্যাত্মিক ভারতের সাধনার রহস্যের উদ্‌ঘাটনের পিপাসা, যে ভূমাসুখের কথা ঋষি বাক্যে উপদিষ্ট সেটা কিরূপ? না - All Indusiveness আমি নিজের ব্যক্তিসামর্থে উদ্দেশ্য থেকে জগৎ কার্য্য করছিনা , প্রতিটি জীবন মহাচৈতন্যের কণমাত্র মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতন। নেপথ্যেয় মহানায়ক তাঁর জগৎক্রীড়ায় প্রয়োজন অনুভব করেছেন তাই বেঁচে থাকা, মহাভাগ্যফলে চৈতন্যর সগুন। ক্রীড়াভূমি জগতে আমরা ব্যক্ত হয়ে আছি, জগৎ কার্য্যরূপ মহাযজ্ঞে আহুতিরূপে আমাদের জীবনীশক্তি ব্যয়িত, দেহসম্বন্ধে থাকার ফল দেহের প্রয়োজনে ও তৎ সম্পর্কিত বস্তুকে মমতার বেড়াজালো সামগ্রিক বিশ্বথেকে বিয়োগ করে একানন্দ আমার বলে মেনে নিয়েছি — তাই আজ আমার অস্তিত্ব ব্যথিত, জর্জরিত বস্তুতঃ এই জগৎ এক নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। এই চলারপথে আমাদের ক্ষুদ্র দেহটিও জগতের অংশরূপে পরিচালিত, ক্ষুদ্র আমিটি ঐ মহৎ অবিনাশী চৈতন্যরূপ আনন্দের অভিব্যক্তি, ঋষি বলেন, যখন ঐ চৈতন্য উপলব্ধি গোচর হল, তখন জগৎব্যাপী জড়যন্ত্রনাময় অভিজ্ঞতার রূপ থেকে এক আনন্দময় রূপ ক্ষেত্র হয়ে উঠে, হিংসা, দ্বেষ বাগ কাম, ক্রোধাদি কোথায় লুকায়িত হয়। প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মহত্ব অনুভাবগোচর হয়ে উঠে। মানব জাতি ভাতৃত্ববোধে উজ্জ্বলিত হয় — একে অন্যের দুঃখে দুখী, সুখে সুখী হয়ে উঠে, আজ এটাই প্রয়োজন কবিগুরু 'নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা, আমি শুধুতাঁর মাটির প্রদীপ জ্বালাই তাঁহার শিখা' - আমাদের উপাসনা হয়ে উঠুক, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর মুখরিতহোক বিশ্ব জয়গানে, বিশ্বব্যদী আনন্দহিল্লোলে ধন্য হোক বিশ্ববাসীর জীবন, আশীর্বাদ ঝড়ে পড়ুক বিশ্বমানবের প্রাণে - সর্বে সুখিনঃ ভবন্তু।■

"স্বার্থচিন্তাই মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়।"
- আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

"নিঃস্বার্থ কাজই মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি ও
সাহসকে জাগ্রত করিয়া তোলে।"
- আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

"যিনি প্রণবান্দ-তিনিই শিব-শিবা"

ড° পরিমলকুমার দত্ত

"কোথা থেকে এসেছ?" কথোপকথনের শুরুতেই প্রশ্ন করলেন স্বামীজী।

"আসাম" ছোট্ট উত্তর। "আসামের কোন জায়গা থেকে এসেছ?" পরবর্ত্তী প্রশ্ন। "দরং জেলার ঘারুপেটিয়া থেকে", জানালাম। "ঘারুপেটিয়াতে আমি ২/৩ বার গিয়েছি। তোমাদের মুখদুটোই খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে",স্মৃতি রোমন্থন করছেন স্বামীজী।

নিজেদের পরিচয় দিলাম। "ওহ্‌হ্/ মনে পড়ে গেছে/ তুমি তো মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ছেলে তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে গবেষনা করছিলে।"আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন। "তোমার বাবা একজন বিশিষ্ট নাগরিক। তোমার ঠাকুরমার নামঙ্কিত একটি হাইস্কুল আছে, তাই না?" আমার স্ত্রী জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে বললেন।

আমি অবাক হয়ে স্বামীজীকে দেখছি। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী, সুদর্শন, মেদহীন সুঠাম দীর্ঘদেহী, দেবদূত, হিরণ্যকান্তি স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজের সমানে আমরা বসে আছি। দুটো ব্যাপার আমাদের অবাক করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীর নির্দিষ্ট কক্ষটি ও স্বামীজীর প্রখর স্মৃতিশক্তি। ছোট্ট একটি ঘরে খুবই ছোট একটি খাট পাতা আছে। খাটের উপরে বিছানা নেই। একটি মাদুর পাতা আছে। একটা ইলেকট্রিক ফ্যান ঝুলছে। ঘরটি কিন্তু নন এসি। সারা ভারত হিন্দু মিলন মন্দিরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তদানীন্তন সহ-সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর ঘরে বসে আমাদের মনে অপরাধবোধ এল। নিজেদের অপরাধী বলে মনে হ'ল। ই আশ্রমেরই যাত্রী নিবাসের আমাদের ঘরটি অত্যাধুনিক। আমাদের জন্য এত আরামের ব্যবস্থা! অথচ আবসাবপত্রহীন অতি সাধারণ ছোট্ট একটি নন্ এসি ঘরে এই মহারাজ থাকেন।

কাটের একদিকে বই ছড়ানো অবস্থায় আছে। শোয়ার জন্য পাশে মাত্র ২ ফুট জায়গা আছে। এত কষ্ট, এত ত্যাগ, অনেক বৃহৎ ধর্মীয় সংগঠনের স্বামীজীদের ঘর, জীবনরীতি, খাদ্যাভ্যাস ও দামী যানবাহনের ব্যবহার ভালোভাবেই আমাদের দুজনের নজরে পড়েছে। গবেষনা ও বক্তৃতার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেতে হয়েছে। তখন অনেক বিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গিয়েছি ও স্বামীজী/সন্নাসীদের জীবনযাপন লক্ষ্য করেছি।

কোনো কোনো ধর্মীয় সংগঠনের স্বামীজী/সন্নাসীদের জীবন প্রণালীর উপরে অনেকে বইও লিখেছেন। সেই বইগুলোও পড়েছি। অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পয়েছি। এই মহারাজের ঘরে আসার সময় নজরে পড়েছিল সিঁড়ির নীচে ছোট্ট একটি জায়গায়-মেঝেতে মাদুর পাতা বিছানায় বসে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ (বর্তমানে সভাপতি) জোকার হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারে কারুর সাথে কথা বলিছিলেন।

১৯১৪ সনে ১৭ ই ডিসেম্বর স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজ ঘারুপেটীয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের ঠাকুরমন্দির উদ্বোধন করেছিলেন। এর আগে ২/৩ বার খারুপেটিয়াতে এসেছিলেন। অলৌকিক মেধাশক্তির অধিকারী এই স্বামীজীর হিমালয়সদৃশ ব্যক্তিত্ব ও অনির্বচনীয় বাগ্মিতা তাঁকে এক স্বতন্ত্র স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিল অমার মনের মন্দিরে।

"আমি ঠিক বলছি তো?" ভ্রূকুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজী। স্বামীজীর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য ২/৩ বার হয়েছিল। তার প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় তখনই পেয়েছিলাম। একের পর এক বিভিন্ন শাস্ত্র ও সহায়ক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তৎসম শব্দের প্রয়োগ করে দীর্ঘ সময় ধরে বাষণ দিতে অভ্যস্ত এই স্বামীজী। অনুপ্রাস-শ্লেষ-যমক-উপমা-রূপক অলংকারে সমৃদ্ধ বাষণগুলো ঘম্টায় পর ঘন্টা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। "আপনি ঠিকবলেছেন, স্বামীজী", বিস্মিত হয়ে বললাম। "কলকাতায় কবে এসেছ? উঠেছ কোথায়? আতমীয়ের বাড়ী? বহরমপুরে যাবে না? মা ভাইদের সাথে দেখা করবে না?" পরপর কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের যতাযথ উত্তর দিয়ে স্বামীজীর কাছে এই সকালবেলাতেই উপস্থিত হওয়ার কারণ জানালাম।

লকাতাস্থিত ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে তন্ত্র বিষয়ক বই পড়ার জন্য প্রারম্ভিক পর্বে ১৫/১৬ দিন কলকাতায় থাকতে হবে। কলকাতায়

আত্মীয় স্বজন অনেক আছে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা ছাত্র-চাত্রীদের বাড়ী ও ফ্ল্যাট আছে। অসংখ্য হোটেল আছে। কিন্তু আমরা কলকাতার বালিগঞ্জস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যাত্রী নিবাসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এর আগে বালিগঞ্জের আশ্রমে যাই নি। আশ্রমে এতদিন থাকা যাবে কিনা-সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা ছিলনা। মনে পড়ল "অগতির গতি" স্বামী সাধনানন্দ (মধু) মহারাজের সাথে দেখা করে জানালাম আমার অভিপ্রায়ের কথা।

স্বামী সাধনানন্দ মহারাজ এক ব্যতিক্রমী সন্ন্যাসী। বিস্ময়কর সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে আবির্ভূত স্বামীজী যদি রাজনৈতিক জীবন বেছে নিতেন তাহলে খ্যাতির ও জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে পৌছে যেতেন। তাঁর ঐশী শক্তি ও সাংগঠনিক দক্ষতা দেখে আমি তাঁকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের "স্বামী বিবেকানন্দ" বলে অভিহিত করি। আমার কাছে তিনি "দ্বিতীয় স্বামী বিবেকানন্দ"। "বজ্রাদপি কঠোরাণি কুসুমানি কোমলানি চ"। এই উদারহৃদয় স্বামীজীকে শ্রেষ্ঠফল নারিকেলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। উপরটা নারিকেল ফলের মত শক্ত কিন্তু ভিতরটা নারিকেলফলের মনত নরম-সুস্বাদু।

উন্নতনাসা, তীক্ষ্ণধী, সদাসক্রিয়,সপ্রতিভ, ঋজুদেহী, দূরদর্শী, সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, দৃঢ়ব্রত, ক্ষিপ্রগামী অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষ সংগঠকস্বামী সাধনানন্দ মহারাজ তাঁর আবেগ-যুক্তিপ্রবণ বক্তৃতায় হাজার হাজার শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। উত্তর পূর্ব ভারতের গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে দূর দূরান্তরে আজ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যে পরিচিত, যে জনপ্রিয়তা, যে প্রচারপ্রসার-তার মূলে রয়েছেন এই 'সিংহপুরুষ' স্বামী সাধনানন্দ মহারাজ। এই ক্রান্তদর্শী মহারাজ চরকির মত উত্তরপূর্ব ভারতের দুর্গম এলাকায় যেখানে আজ পর্য্যন্ত কোনো হিন্দু সংগঠন প্রবেশ করতে পারে নি, সেখানেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ব্যানার নিয়ে ঘুরে বেড়াছেন, আদিবাসী-বনবাসী-নাস্তিক-বিধর্মীদেব আপন করে নিচ্ছেন ও সঙ্ঘের সাথে তাঁদের যুক্ত করছেন।

একের পর এক মিলন মন্দির, ছাত্রাবাস, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, স্কুল, কলেজ, হাস্পাতাল, চারিটেবল, ডিসপেনসারি ও কম্পুটার সেণ্টার খুলেচলেছেন। কোটি কোটি ডকার প্রয়োজন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য। কিন্তু অদ্ভুতবাবে স্বামীজী সবকিছু চালিয়ে নিচ্ছেন। কোথাও কোন কাজে স্থবিরতা নেইয 'বিশ্রাম' শব্দটি স্বামীজীর অভিধানে নেই। যা কিছু অভাব-অভিযোগ, যা কিছু মান অভিমান, যা কিছু দাবী আবদার সবকিছু এই স্বামীজীর কাছেই। গ্রহণ-বর্জন, সমর্থন-প্রত্যাখ্যানের কোনো প্রস্ন নেই। শুধু স্বামীজীর কানে এগুলো পৌছাতে পারলেন সবার শান্তি ও স্বস্তি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবার্ষিকী "প্রণব রথ" নিয়ে উত্তর পূর্ব ভারত পরিক্রমায় তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকায় অনেকের মনে প্রশ্ন এসেছে — এই একমুঠো মোটাচালের ভাত-অল্প স্বাদহীন শাক সব্জী ও দুটো রুটি খেয়ে এই মহারাজ কোথা থেকে এত শক্তি পান। এই জিতেন্দ্রিয় সর্বত্যাগী সন্নাসী যেনজন্মগত সিদ্ধি নিয়ে এসেছেন।

"মহারাজ, আমি গবেষনার কাজে কলকাতায় যাচ্ছি। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগরে তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক বই এর সন্ধান পেয়েছি। আসামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারের তন্ত্রশাস্ত্রের সব কয়টি বই ই পড় হয়ে গেছে। জাতীয় গনরন্থাগারের তন্ত্র শাস্ত্রের বইগুলো খুব প্রয়োজনীয়। ওগুলো শেষ করতে অনেক দিনের প্রয়োজন। কয়েকবার যেতে হবে। প্রথমবার ১৫/১৬ দিন কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করতে হবে। আত্মীয় স্বজনের বাড়ী বা হোটেল থাকব না। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে থাকার কথা ভাবছি। ওখানে কি এতোদিন থাকার অনুমতি পাব? আগে তো ওখানে কখনও যাই নি। থাকার নিয়ম ও জানিনা। এখন কি করলেভাল হয়, স্বামীজী?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

"এতদিন তো সাধারণ লোক বা যাত্রীরা থাকতে পারেন না, দত্তবাবু। আপনি একটা কাজ করন। আনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পদক স্বামী বুদ্ধানন্দজীকে একটা চিঠি লিখুন। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন সেক্রেটারী মহারাজ আপনাকে অনুমতি দেন। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনায় অঘটন আজো ঘটে।" স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় আশ্বাস দিলেন।

শ্রম থেকে ফিরে এসে স্বামীজীর কথামত চিঠি পাঠালাম। মাসখানেক পরে স্বামীজীর অনুমতি পত্র পেলাম। স্বামী সাধনানন্দ মহারাজ ঠিকই বলেছিলেন — "ঠাকুরের কাছেপ্রার্থনায় অঘটন আজো ঘটে।"

মহাবিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন অবকাশে সস্ত্রীক পৌছে গেলাম বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। যে মহারাজ যাত্রী নিবাসের দায়িত্বে আছেন তিনি আমাদের জন্য যাত্রীনিবাসের দোতলায় খুব সুন্দর একটা ঘর নির্দিষ্টকরে রেখেছিলেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রথমদিন গিয়ে তন্ত্রশাস্ত্রে বইগুলোর তালিকা বের করে নিলাম। তন্ত্র শাস্ত্র সম্পর্কিত অনেক বই আছে। ১৫/১৬ দিনের মধ্যে কতগুলো বই এর নোট ও জের' কপি করা সম্ভবপর হবে তার একটা ধারণা করে নিলাম প্রথম দিনেই। বইগুলোর প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলো দুজনে মিলে নোট করতে শুরু করলাম। দৈনিক ৫টা বইয়ের ৫০ পৃষ্ঠা করে জের' কপি (৫×৫০ = ২৫০ পৃষ্ঠা) করার অনুমতি পেলাম।

সকাল ৮ টায় আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসি ও রাত ৯ টায় ফিরে যাই। এবাবে দেখতে দেখতে ১১ দিন কেটে গেল। ১২ দিনের মাথায় সকাল বেলায় যাত্রী নিবাসের দায়িত্বে থাকা স্বামীজী আমাকে বললেনয "দত্ত বাবু, কাল সকাল বেলায় আপনাদের ঘরটি ছেড়ে দিতে হবে। অনেক যাত্রী অপেক্ষা করছেন ঘরের জন্য" "স্বামীজী, আরো৪/৫ দিনের প্রয়োজন। অনেক বই-এর সন্ধান পয়েছি। আরো কয়েকবার আসতে হবে। প্রারম্ভিক পর্বে যে বইগুলোর খুবই প্রয়োজন, সেগুলোর নোট বা জের' কপি করতে আরো ৪/৫ দিনের দরকার।

যদি আগামীকাল ঘরটা ছেড়ে দেই, তাহলে আমাদের খুব অসুবিধা হবে। স্বামীজী, একটু দয়া করুন।" প্রার্থনা করলাম।

"আর একদিন ও থাকতে দিতে পারি না। অন্য যাত্রীদেরকথাও ভাবুন।" বিরক্তির সুরে বললেন। স্বামীজীকে আর অনুরোধ না করে বেরিয়ে এলাম দুজনে। স্বামীজী ঠিকই তো বলেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে দীক্ষিত অদীক্ষিত কতযাত্রীএসে থাকেন। তাঁদের কত অসুবিধা হচ্ছে ঘর না পাওয়াতে। হোটেলে থাকতে পারি। আশেপাশেই হোটেল আছে। আত্মীয়দের বাড়িতে গেলেও সবাই আনন্দিত হবে। আসামে যাওয়ার পর অনেকের সাথে দীর্ঘদিন ধরে দেখা নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ীতে গেলেও ওরা আনন্দে লাফালাফি করবে। কিন্তু জাতীয় পাঠাগার থেকে এসে আবার নোট ও জের' কপিগুলো ঠিক করে মিলিয়ে রাখতে হয়। অনেক সময়ের প্রয়োজন রাত্রিতে। আশ্রমের পরিবেশ এক্ষেত্রে খুবই অনুকূল। তার উপর ঠাকুরের লীলাস্থলে থাকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ঠিক হবে না। মনের মধ্যে এই কথাগুলোই ঘোরা ফেরা করছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজের কথা। গতযাত্রায় যখন স্বামীজী খারুপেটিয়াতে গিয়েছিলেন তখন অনেক কথা হয়েছিল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অনুমোদিত হিন্দু মিলন মন্দিরের নামে লটারীকরা যাবে কি যাবেনা সে সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছিল।

আমার আমার স্ত্রীর সাথে আলাদাভাবে সঙ্ঘের প্রসঙ্গের বাইরেও আলোচনা হয়েছিল। আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়েও কথাবার্তা বলেছিলেন।

এই স্বামীজীর বাইরে কলকাতাস্থিত অন্য কোনো স্বামীজীর সাথে এর আগে কথাবার্তাও হয়নি। এই মূহূর্তে কোনো পরিচিত স্বামীজী থাকলে বালো হত। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। টাকুরকে মনে মনে প্রণাম করে বললাম, "ঠাকুর, এই সমস্যার সমাধান করে দাও।"য

সকাল ৮-৩০ মিঃ স্বামীজীর ঘরে ঢুকলাম। শান্ত গম্ভীর সর্বত্যাগী সাধক ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন। দেবলোক থেকে নেমে আসা কোনো এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। যাঁর দিব্যালোক ছঁটায় ছোট্ট ঘরটি আলোকিত। প্রণাম করলাম দুজনে তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করে। আমাদের হাতের ছোয়ায় মনে হয় যেন তিনি ধ্যানলোক থেকে বাস্তবলোকে ফিরে এলেন। ঈঙ্গিতে বসতে বললেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন।

এই কাহিনীর প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি প্রশ্নোত্তরগুলো। স্বামীজীকে জানালাম সমস্যার কথা। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"এটা কোনো সমস্যাই নয়। ঠাকুরের লীলাস্থলে এসেছ। ঠাকুর চাইলে আশ্রমের নিয়মের ও ব্যতিক্রম হয়। চিন্তা করো না। আমি দেখছি।" অভয়বাণী শোনালেন।

আবার স্বামীজী ধ্যানমগ্ন চুপচাপ বসে আছি। ঘররে প্রতিটি জিনিস খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিছি। বেশীর ভাগইবই। সন্ন্যাসীর পোষাক ও অতিসাধারণ দুই একটা জিনিস নজরে পড়ল।

আরামদায়ক বা বিলাসী কোনো দ্রব্যই নেই। এত সহজ সরল আনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। মানুষের সেবায় উৎসর্গ করা এঁদের জীবন ও এদের আত্মত্যাগের কথা অধিকাংশ মানুষই জানেন না। ইে স্বামীজীদের আচার আচরণই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে মানুষের মনে এক বিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছে।

"চল, সেক্রেটারী মহারাজের কাছে যাই।" বলেই খাট থেকে নেমে দণ্ডাড়ালেন ও সেক্রেটারী মহারাজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা অনুসরণ করলাম।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বুদ্ধানান্দ মহারাজজীর ঘরটা স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজীর ঘরের চেয়ে একটু বড়। নন্-এসি ঘর। একটা ইলেক্ট্রিক ফ্যান ঝুলছে। একটা নোটবুকে কিছু লিখছিলেন। প্রণাম করে নীচে বসলাম।

"এই ভদ্রলোকের নাম পরিমল কুমার দত্ত। ইনি স্বামী অরূপানন্দজীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের ছেলে। চাকরিসূত্রে াসামেই থাকেন। এখন ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। খারুত্মপটিয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের সাথে যুক্ত। একবার খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের সভাপতিও হয়েছিলেন। বর্তমানে স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক। তন্ত্রের ুপর পি. এইচ. ডি. কৰছেন। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করছেন আজ কয়েকদিন ধরে। আমাদের যাত্রীনিবাসেই আছেন। আপনাকেচিঠি লিখেছিলেন আশ্রমে থাকারঅনুমতি চেয়ে। আপনি অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই অনুমতিপত্রনিয়ে এসেছেন ও যাত্রী নিবাসে ১১দিন ধরে আছেন। আরো ৪/৫ দিন জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করতেহবে। কিন্তু আজ আমাদের অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে কালথেকে যাত্রী নিবাসে থাকতে পারবেন না। অনেক যাত্রী ঘরের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। আরো ৪/৫ দিন এখানে থাকার অনুমতি চেয়েছেন। আমি আপনার কাচে নিয়ে এসেছি।" স্বামীজী থামলেন।

সেক্রেটারী মহারাজ বহরমপুর সম্পর্কে কয়েকটি কথা বললেন। ঠাকুর বহরমপুর গিয়েছিলেন। একথাও জানালেন। মহারাজের আরো কিছু কতা শুনে মনে হল বহরমপুরের সাথে স্বামীজীর একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

তারপরে তন্ত্রসম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। আমি যথাযথ ুত্তর দিলাম। সন্তুষ্ট হলেন। "তুমি তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছ। খুব আনন্দের কতা। এই অল্প বয়সে তন্ত্রে প্রতি তোমার আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। তন্ত্রের স্রষ্টা স্বয়ং শিব। তন্ত্রে "শিব-শক্তি" বা "শিব শিবা"র মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ স্বয়ং শিবাবতার। তন্ত্রমতে "তিনিই শিব-তিনিই

শিবা"। মনে রেখ "যিনি প্রণবানন্দ-তিনিই শিব-শিবা"।

"তন্ত্রশাস্ত্রে বিশাল ভাণ্ডার থেকে লুপ্ত উজ্জ্বল রত্নগুলো উদ্ধার কর। জগতের সম্মুখে তুলে ধর। তন্ত্রসাস্ত্রের অবদানের কথা বিশ্ববাসীকে জানাও। মনে রেখ, সবাই তন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা নিয়ে আছে। তুমি যুক্তির মাধ্যমে সেগুলো দূর করো। ঠাকুরের কৃপা ও ঈঙ্গিত ছাড়া তুমি এভাগে তন্ত্র গবেষণায় নিজেকে যুক্ত করতে পারতে না। ঠাকুরই তোমাকে নিয়ে এসেছেন ই পথে। তোমরা আরো ৪/৫ দিন এখানে থাকতে পারবে। যদি ৪/৫ দিনেও পড়া শেষ না হয় তাহলে আরো কয়েকদিন থাকতে পারবে। এব্যাপারে চিন্তা করো না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার এই প্রচেষ্টা যেন ফলবর্তী হয়।"

"আরেকটা কথা মনে রেখ। ঠাকুরকে ধরে রেখ। মানবদেহে এতবড় সাধক ও পূর্ণমানব টাকুর ছাড়া এযুগে আজ পর্যন্ত জগতে কেউ আসেন নি। ঠাকুরের ছবিও কথা বলে। এতো ঠাকুরের ছবি নয় - জীবন্ত বিগ্রহ।"সন্মুখে থাকা ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম জানালেন।

অজ্ঞতায় আমাদের চোখে জল। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর সাথে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, স্পেন, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ইটালী, ওয়েষ্টইণ্ডিজ, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, বাংলাদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে আমার লেকা তিনটি বই —

1. Tantra - its relevance to modern time
2. Studies in Taratantra
3. Kamakhya tantra and the mysterious history of Kamakhya.

যথেষ্ট সমাদৃত। অনেক বিদেশী তন্ত্রসাধক ও তন্ত্রবিশারদ ইতিমধ্যে আমার সাথে দেকা করেছেন ও তংদের দেশে যাবার জন্য আমন্ত্রণকরেছেন। স্বামী বুদ্ধানন্দ মহারাজজী আজ স্থূল দেহে নেই। কিন্তু তাঁর কথা রাখতে পেরেছি।

খাঁটি শাক্ত পরিবারে জন্ম আমার। শাক্ত পরিবেশে আমি লালিত পালিত। মা কালী আমাদের কুলদেবী। মা কালীই আমাদের একমাত্র আরাধ্যা। ঘটনাচক্রে সৌভাগ্যক্রমে টাকুরের আশ্রয়ে এসেছিলাম। একের পর এক ঘাত প্রতিঘাত-বাধা-বিপত্তি-দুর্য্যোগ-দুর্গটনা থেকে টাকুরের কৃপায় ও মা কালীর আশীর্বাদে মুক্ত হয়েছি। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরের অনেক দেশের তন্ত্রগবেষক, সাধক ও অনুসন্ধিৎসুদের মাঝে আমার এক বিশেষ পরিচিতি গড়ে উঠেছে। তাঁদের অনেককেই নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য তন্ত্রের সাহায্য চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি তাঁদেরকে টাকুরের কাছে প্রার্থনা করার পরামর্শ দিয়েছি। টাকুরের কছে প্রার্থনাতেই তংদের সমস্যার সমাধান হয়েছে। আজ আমার উপলব্ধি হয়েছে — "যিনি প্রণবানন্দ তিনিই শিব-শিবা"।

"ধর্ম্মের প্রাণ — অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও আচরণে। শাস্ত্র পড়িয়া, লোকমুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া কেহ কখনও ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না।"

- আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

"দুষ্ট দুর্বৃত্তগণ যখন দেখিবে যে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিদানের জন্য সমগ্র হিদু-সমাজ সঙঘবদ্ধ হইয়াছে, যখন দেখিবে যে একটি হিন্দুর গায়ে আঘাত দিলে শধু সমস্ত বাংলার হিন্দু নয়, সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজ প্রতিঘাত দেবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন অনর্থকারীদের মস্তিস্ক শান্ত হইবে। কেবলমাত্র তখনই সর্বপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন, বিরোধ ও বিদ্বেষ সমূলে উৎপাটিত হইবে।"

- আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

সেবাই পরম ধর্ম

অর্চ্চনা দত্ত

ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ ছিলেন একাধারে সাধক, অপরদিকে সমাজ সংস্কারক, হিন্দুত্বের রক্ষক এবং আর্ত নিপীড়িতের সেবক। তাঁর জীবনের মূল সুরটি ছিল জাতির ধর্ম ভিত্তিক স্বাধীনতা, আদর্শ ছিল আর্তের সেবা, যা ছিল উদার ও সার্বজনিন।

আচার্য্য প্রণবানন্দ জানতেন হিন্দু ভারতবাসীদের বিদ্যা আছে বুদ্ধি আছে তারা দূর্বল ও নয় কিন্তু তাদের কেবল ঐক্যবোধ, তারা জাত-পাত, প্রাদেশিকতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। এই সব বৈষম্য দূর করতে একান্ত দরকার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা করা।

আচার্য্যদেব তাঁর পরিভ্রমণকালে মানুষেরা বুঝতেন যে তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে দেশের ও সমাজের সর্বস্তবের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্লাবন আনতে চান।

সেবাই যাঁর জীবনেরে ব্রত তাঁর দিনতো সেবাহীন হয়ে কাটতে পারেনা তাই স্থানে স্থানে হিন্দু মিলন মন্দির, ভারত সেবাশ্রম সঙঘ স্থাপন করেছিলেন। উনার নির্দ্দেশিত পথে বিরামহীনভাবে বিশ্বময় সেবাকার্য্য চলছে। সেবা কার্য্যের জন্য তীর্থ স্থান সংস্কার উনার কার্য্য প্রণালীর এক বিরাট অধ্যায়। তন্মধ্যে গয়া তীর্থে সঙেঘর সেবাকার্য্য উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া যখনই বন্যা, মহামারি, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দূর্য্যোগ হয় তখনই ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর স্বামীজি, কর্মীরা বিরামহীনভাবে সেবা কার্য্যে ঝাপিয়ে পড়েন। দুস্ত লোকদের চিকিৎসা, দরিদ্রদের বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি নানাবিধ সেবাকার্য্য অহরহ চলছে। তাই এই সঙেঘর প্রতি সব মানুষেরই আস্থা ও বিশ্বাস অপরিসীম।

আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত এই মহান সঙঘকে সর্বোতভাবে সাহায্য, সহযোগিতা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।■